ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১২০৫

আগরতলা,১২ সেপ্টেম্বর,২০২৪

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

আজ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকায় 'নিরাপত্তাহীন রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা রাতের শহরে নেশাখোরদের দৌরাত্ম্য আইজিএম-জিবি'তে' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে যে, এই প্রতিবেদন অনুসারে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসক, রোগী এবং রোগীদের পরিজনদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণ। দপ্তর এটি খতিয়ে দেখে নিরাপত্তা রক্ষী/পুলিশের (টিএসআর) সংখ্যা বাড়ানো, একটি শক্তিশালী সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন, একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন এবং এই ঝুঁকিগুলি প্রশমিত করার জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করার সুপারিশ করেছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে নিরাপত্তা প্রদানে যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত পর্যালোচনা করা হয়। নিরাপত্তাজনিত হুমকি ,মাদক ব্যবসায়ী, মাতাল এবং চোরসহ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা যাতে হাসপাতাল চত্বরে, বিশেষ করে রাতের বেলায় ঘুরে বেড়াতে না পারে, হাসপাতালের মূল্যবান চিকিৎসা সরঞ্জাম চুরি করতে না পারে, রোগী, দর্শনার্থী এবং হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত ঘটনা এড়াতে, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ করতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেগুলো হল: -

১। একটি নিরাপত্তা দলও গঠন করা হয়েছে যারা রাতের বেলা সিভিল ড্রেসে ঘুরে বেড়ায়। সাধারণত প্রতি মাসে ১০-১৫ টি অবাঞ্ছিত শনাক্তকরণ করা হয় এবং জিবি আউট পোস্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়। এই ড্রাগ গ্রহণকারীরা সাধারণত রোগীর পক্ষের জিনিসপত্র, হাসপাতালের সম্পত্তি যেমন এসি কপারের তার কাটা, স্ক্র্যাপ ইত্যাদি চুরি করে। ৯০% ড্রাগ আসক্তের বয়স ২৫ বছরের নিচে এবং কেউ কেউ ১৮ বছরেরও কম। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য রাতে AGMC এবং GB হাসপাতালে একটি QRT টিম গঠন করা হয়েছে।

২। রাতের বেলায় বিশেষ করে গাইনো ওয়ার্ডে মেডিকেল টিম এবং লেডিস সিকিউরিটি কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য টহল দেওয়ার সময় বাড়ানো হয়েছে। এটিকে আরও কার্যকর করার জন্য এক্স আর্মি নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। নিরাপত্তা দলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সম্প্রতি নিরাপত্তা কর্মীদের GYNO OT-তে আগুন লাগার সময় দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য ফায়ার অ্যান্ড সেফটি বিভাগ দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়েছে।

২-এর পাতায়

এই নিরাপত্তা হুমকি মোকাবেলা করার জন্য, নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি সুপারিশ করা হয়েছে:-

১।নিরাপত্তা কর্মী বাড়ানো: দৃশ্যমানতা বাড়াতে এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ রোধ করতে অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা।

২। CCTV নজরদারি বাস্তবায়ন করণ: হাসপাতাল চত্বরে ২৪/৭ নজরদারি করার জন্য একটি ব্যাপক CCTV নজরদারি সিস্টেম ইনস্টল করণ।

৩। একটি কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম স্থাপন করণ: সিসিটিভি ফুটেজ নিরীক্ষণ করতে, নিরাপত্তা ক্রিয়াকলাপ সমন্বয় করতে এবং ঘটনাগুলির সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া জানাতে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ তৈরি করা।

৪। অতিরিক্ত নিরাপত্তা সরঞ্জামের ব্যবস্থা: অবাঞ্ছিত প্রবেশ সীমাবদ্ধ করতে এবং চুরি রোধ করতে মেটাল ডিটেক্টর, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম এবং অন্যান্য সুরক্ষা সরঞ্জাম স্থাপন করা।

৫। নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা: সম্ভাব্য হুমকি এবং প্রতিক্রিয়া পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের সচেতনতা বাড়াতে হাসপাতালের কর্মীদের নিয়মিত নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করণ।

আইজিএম হাসপাতালে বর্তমানে আইজিএমে কোন নিরাপত্তাকর্মী নিয়োজিত না থাকলেও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কিছু নিরাপত্তা কর্মী অবাঞ্ছিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়ায় বরখাস্ত করা হয়েছে। সম্প্রতি আইজিএম হাসপাতালে এসি তামার তার চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে দুর্বৃত্তরা। কিন্তু আইজিএম সিকিউরিটি তাদের প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে তবে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের নিরাপত্তা কর্মীরা চোরদের তাড়া করে তাদের কাছ থেকে চুরি করা সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। এই বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে দপ্তর ভাবনা চিন্তা করছে।

*****